তারিখ ...12 JUL 2016...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সংবাদ

শিক্ষার্থীদের জঙ্গিবাদে উদ্বুদ্ধকরণ

নর্থ সাউথসহ বিতর্কিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের প্রস্তাব

এখনই 'এক্সট্রিম' পর্যায় নয়, খোঁজখবর নিতে হবে : প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

শিক্ষার্থীদের জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডে উদ্বুদ্ধ করার দায়ে বেসরকারি নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিসহ (এনএসইউ) বিতর্কিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধের প্রস্তাব করেছেন মন্ত্রিসভার কয়েকজন জ্যেষ্ঠ সদস্য। তবে এখনই 'এক্সট্রিম' পর্যায়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, নর্থ সাউথে কারা কী পড়াচ্ছেন, কী করছেন তার খোঁজখবর নিতে হবে। তিনি জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে নিজ নিজ এলাকায় গিয়ে জনপ্রতিনিধি ও বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের সম্পৃক্ততায় জনসচেতনতা গড়ে তুলতে মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের নির্দেশ দিয়েছেন।

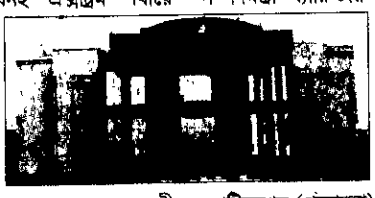

গতকাল সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে এনএসইউ বন্ধের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী এ নির্দেশনা দেন বলে বৈঠকে উপস্থিত মন্ত্রিসভার একাধিক সদস্য সংবাদকে এ তথ্য জানিয়েছেন।

মন্ত্রিসভায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান সাম্প্রতিক জঙ্গি হামলা নিয়ে স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ করেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রী গুলশান ও শোলাকিয়ায় হামলার ঘটনা তুলে ধরেন। এর পর নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি ও জঙ্গিবাদ ইস্যুতে বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ, স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদমন্ত্রী ছায়েদুল হক, যোগাযোগমন্ত্রী মুজিবুল হক ও পানি সম্পদমন্ত্রী ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদসহ বেশ কয়েক প্রভাবশালী মন্ত্রী বক্তব্য রাখেন।

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি প্রসঙ্গে আরও আলোচনা :

এনএসইউ বন্ধের প্রস্তাব নাকচ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'নর্থ সাউথের শিক্ষার্থীদের কারা কীভাবে মোটিভেশন (প্ররোচনা) করছে, কারা শিক্ষক-শিক্ষার্থী, তারা কীভাবে কী করছেন, শিক্ষার্থীদের কী পড়ানো হচ্ছে- এসব বিষয়ে খোঁজখবর নিতে হবে। প্রতিষ্ঠান বন্ধ করলেই সমাধান হবে না। এর সঙ্গে জড়িতদের পরিশুদ্ধও করতে হবে।'

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ মন্ত্রিসভার বৈঠকের পরপর নিজ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়ে এনএসইউ'র বিষয়ে করণীয় নির্ধারণে আলোচনায় বসেন। পরে বিকেলে শিক্ষামন্ত্রী এক

বিতর্কিত : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

বিতর্কিত : শিক্ষা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে কীভাবে কী ব্যবস্থা নেয়া যায় সে সম্পর্কে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গেও বৈঠক করেছেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে মন্ত্রিসভার একজন সদস্য সংবাদকে বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে এনএসইউ'র ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে বিরোধ চলছে। অধিকাংশ সদস্যকে বেআইনিভাবে দূরে ঠেলে দিয়ে বিএনপি-জামায়াত সমর্থক দু'তিনজন সাবেক ব্যবসায়ী নেতা (এনএসইউ'র ট্রাস্টি সদস্য) বিশ্ববিদ্যালয়টিতে স্বেচ্ছাচারিতা কায়েম করেছেন, যাদের একজনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা রয়েছে। জমি কেনার নামে প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৫০০ কোটি টাকা বেহাত করা হয়েছে। বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদন না দিতে আদালতের নির্দেশনাও রয়েছে। চলছে নানা অনিয়ম। এজন্য এনএসইউ'র বর্তমান কর্তৃপক্ষের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কাজে কোন মনোযোগ নেই। সবাই ছুটছে অর্থের দিকে। এই ফাঁকে বিএনপি-জামায়াত ও হিযবুত তাহরীর সমর্থক শিক্ষকরা জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড শিক্ষা দিচ্ছেন শিক্ষার্থীদের।'

এদিকে উপযুক্ত কারণ ছাড়া বিনা নোটিশে কোন ছাত্র এক সেমিস্টার (চার মাস) বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকলে তার ছাত্রত্ব বাতিলের যে সিদ্ধান্ত নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিয়েছে, সেটিকে রীতিমতো ভাঁওতাবাজি বলছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল সংবাদকে বলেন, 'আমরা যে সিদ্ধান্ত (কোন শিক্ষার্থী ১০ দিনের বেশি অনুপস্থিত থাকলে সরকারকে জানানো) নিয়েছি জঙ্গিবাদ মোকাবিলা করার জন্য, তার সঙ্গে নর্থ সাউথের সিদ্ধান্ত কোন কাজে আসবে না। এটি প্রতারণা। এই সিদ্ধান্ত কেবল তারা অভ্যন্তরীণভাবে নিতে পারে। কারণ এক সেমিস্টারে অর্থাৎ চার মাসে একজন ছাত্র অনেক আকাম-কুকাম করে ফেলতে পারবে। জঙ্গি কর্মকাণ্ড শেষে ছাত্ররা আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করার সুযোগও পাবে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের বিরুদ্ধে একের পর এক জঙ্গিবাদে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে রবিবার (১০ জুলাই) এক জরুরি সভায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কোন ছাত্র এক সেমিস্টারের বেশি অনুপস্থিত থাকলে তার ছাত্রত্ব বাতিল [illegible]।

নর্থ সাউথে উগ্র রাজনীতি

এনএসইউ'র ৫/৭ জন শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন হিযবুত তাহরীর ও শিবিরের পূর্ণাঙ্গ কমিটি রয়েছে। শিক্ষার আড়ালে এখানে দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রশিবির ও হিযবুত তাহরীর ঐক্যবদ্ধ জঙ্গিবাদী তৎপরতা চলছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল উদ্যোক্তাদের তিন/চার সদস্যের বিরুদ্ধে জামায়াত ও হিযবুত তাহরীরের কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকা ও আর্থিক সহায়তা দেয়ার অভিযোগ রয়েছে।

এনএসইউ'র বর্তমান কমিটিতে আছেন ইসলামী ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান শাহ আবদুল হান্নান (যার বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ রয়েছে), বিএনপি'র সাবেক সংসদ সদস্য ও ব্যবসায়ী নেতা এমএ হাশেম, সিলেটের ব্যবসায়ী রাগীব আলী (যার বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ রয়েছে)। নর্থ সাউথে ছাত্রশিবিরের কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত সাথী শাখা রয়েছে, যার কর্মী সংখ্যা ১০০ জনের বেশি। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রার, বিজনেস ফ্যাকাল্টির পরিচালক, একজন ডিনসহ কয়েকজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সরকারবিরোধী বক্তব্য ছড়ানোর অভিযোগ রয়েছে।

গণজাগরণ মঞ্চের কর্মী রাজীব হায়দার হত্যাকাণ্ডের পর এনএসইউ কর্তৃপক্ষ জঙ্গিবাদবিরোধী কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিল, যা আদৌ কার্যকর আছে কিনা তা কেউ বলতে পারছে না।

রাজীব হায়দার হত্যাকাণ্ডের পর র‍্যাবের জিজ্ঞাসাবাদে প্রতিষ্ঠানটির পাঁচ শিক্ষকের নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন হিযবুত তাহরীর ও শিবিরের সঙ্গে জড়িত থাকার তথ্য পাওয়া যায়, যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'পাঠসভা'র নামে ছাত্রদের মধ্যে উগ্রবাদী সংগঠনের প্রচার চালাত। বর্তমানে এনএসইউ'র প্রায় অর্ধশত শিক্ষক জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নানাভাবে সম্পৃক্ত বলে শিক্ষকরা জানিয়েছেন। উগ্রবাদী কর্মকাণ্ড ও উদ্যোক্তাদের বিরোধের কারণে গত কয়েক বছরে শতাধিক শিক্ষক চাকরি ছেড়েছেন।

এনএসইউ'র তিনজন উদ্যোক্তার সঙ্গে আলাপ করলে তারা বলেন, মূলত মেধাবী শিক্ষার্থীদের যাতে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে না যেতে হয় সে জন্য ১৯৯২ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। কিন্তু বিএনপি-জামায়াত সমর্থক কয়েকজন উদ্যোক্তার স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্নীতির কারণে ৪/৫ বছর আগে ২১ জন উদ্যোক্তার বেশিরভাগই এনএসইউ পরিচালনা থেকে সরে গেছেন। তারা বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ডের বিরুদ্ধে এক ডজনের বেশি মামলা করেছেন। এই সুযোগে এনএসইউ'তে লুটপাট যেমন বেড়েছে, তেমনি শিক্ষার্থীদের জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হওয়ার প্রবণতাও বেড়েছে। প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে প্রায় ১৮ হাজার শিক্ষার্থী ও ছয় শতাধিক শিক্ষক আছেন।

গত ১ জুলাই গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারি রেস্টুরেন্ট এবং শোলাকিয়ার ঈদগাহের অদূরে জঙ্গি হামলায় নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষার্থী জড়িত ছিল। এছাড়াও হলি আর্টিজানে হামলার প্রধান হোতা আটক হাসনাত করিম এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক। ২০১২ সালে নিষিদ্ধ সংগঠন হিযবুত তাহরীরের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে তাকেসহ তিন শিক্ষককে অব্যাহতি দেয়া হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়টি ছাত্র ও শিক্ষকদের বিরুদ্ধে বহুবার এমন অভিযোগ এসেছে।

গুলশান ও শোলাকিয়া হামলা

গুলশানের অভিজাত রেস্তোরাঁ হলি আর্টিজান বেকারি এবং কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়ায় ঈদের জামাতের অদূরে জঙ্গি হামলার পর গতকাল প্রথম বৈঠকে বসে মন্ত্রিসভা। বৈঠকে নানা বিষয়ের সঙ্গে আলোচনায় গুরুত্ব পায় জঙ্গি হামলা প্রসঙ্গ।

বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশি-বিদেশি চক্র বাংলাদেশের বদনাম করতে আপ্রাণ চেষ্টায় নেমেছে। তরুণদের একাংশকে নানাভাবে তারা মগজ ধোলাই করে নিজেদের দলে টানছে। এক্ষেত্রে আইনি পদক্ষেপ নেয়ার পাশাপাশি সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাড়ানোর তাগিদ দিয়েছেন সরকারপ্রধান।

মন্ত্রিসভার সদস্যদের উদ্দেশে তিনি আরও বলেন, 'সব ধর্মীয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। কেউ নিখোঁজ হলে তা গোপন না করে সংশ্লিষ্টদের জানাতে হবে। এছাড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কেউ অনুপস্থিত থাকলে তাও যেন সংশ্লিষ্টদের জানানো হয়।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'প্রতিটি স্থানে দেশের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে হবে। প্রতিটি এলাকা যেন আমাদের নজরদারিতে থাকে সে বিষয়েও খেয়াল রাখতে হবে।'

জঙ্গি হামলার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সরকার আন্তরিকতার সঙ্গে গুলশানের ঘটনা মোকাবিলা করেছে। দেশের বাইরে অনেকে মনে করতে পারে যে আমরা পশ্চাৎপদ। কিন্তু আমরা তা নই। আমরা ভালোভাবেই গুলশানের ঘটনা সামাল দিতে পেরেছি।'